ঝালকাঠীতে নারীর ভোটাধিকার

ঝালকাঠির মগড় ইউনিয়নের নারীরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল দীর্ঘদিন। কুসংস্কারা”ছন্ন হওয়ায় নারীরা তাদের নাগরিক অধিকার ভোট প্রদান করতে পারতো না । সংবাদপত্র, এনজিও এবং এলাকার সুশীল সমাজের প্রচেষ্টায় এ অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে ।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর ২০০১ সালে প্রথম কোনো এক ইউনিয়নের নারীরা তাদের ভোটদানের নাগরিক অধিকার ফিরে পেয়েছে। সেই অধিকার বাস্—বায়ন করতে গিয়ে ২০০১ সালে প্রথম বারের মতো তারা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। মগড় ইউনিয়নের প্রায় সাড়ে ৪ হাজার নারী ভোটার বঞ্চিত ছিল অধিকার থেকে।

সংবাদকর্মী জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, সরকারি প্রচার-প্রচারণা, বিভিন্ন এনজিও সংস্থার গণসচেতনতামুলক কর্মকাণ্ডের ফল হিসেবে শত বছরের স্বঘোষিত নিষিদ্ধ আইনটি থেকে বেরিয়ে এসে ২০০১ সাল প্রথম বারের মতো মগড় ইউনিয়নের নারীরা তাদের ভোটদানের বিষয়টি বুঝতে পেরেছে। ফিরে পেয়েছে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে তাদের সুচিন্—ত মতামত প্রকাশের অধিকার।

মগড় ইউনিয়নের নারীরা আজ বলতে পারছে, আমার ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দিব। তারা আজ দিন দিন সচেনত হয়ে উঠছে। কে হ”ছন তার এলাকার সংসদ সদস্য, ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বার। একালীন ওই এলাকার নারী জানত না কে তাদের মেম্বার, চেয়ারম্যান, এমপি।

মগড়া ইউনিয়নের নারীদের ভোটদান কোনো সরকারিভাবে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়নি। শধুমাত্র স্থানীয়ভাবে ঘোষণার ওপর নির্ভর করে ভোটদান থেকে এ অঞ্চলের নারীরা বিরত বছরের পর বছর অবধি। জানা যায়, ব্রিটিশ আমলে মগড় ইউনিয়নের কয়েকজন চেয়ারম্যান, মেম্বার মিলে একমত হন ভোটে নির্বাচিত হওয়ার জন্য নারীদের ভোটের কোনো দরকার নেই এবং মতানুসারে একটি রেভিনিউ স্ট্যাম্প্সে কয়েকজন প্রার্থীসহ স্বাক্ষর করেন।

বর্তমান সময়ের চেয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ আমলে নির্বাচন ছিল একটু ভিন্ন। ভোটাররা ভোট দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য (মেম্বর)) নির্বাচন করত। নির্বাচিত ওই সদস্যরা চেয়ারম্যান নির্বাচন করত। কথিত রয়েছে, কয়েক যুগ আগের এক নির্বাচনে মগড় ভোটকেন্দ্রে এক মহিলাকে নিয়ে জাল ভোট দেয়াকে কেন্দ্র করে ঘটে অপ্রীতিকর একটি ঘটনা। তবে ওই ঘটনাটি কাকে নিয়ে কোন সময় হয়েছে পুরোপুরি তা বলতে পারে সে রকম লোক বেঁচে নেই।

বরিশাল ও ঝালকাঠি মহাসড়কের মাঝামাঝি গ্রামগুলো নিয়ে মগড় ইউনিয়ন। ১৬ বর্গকিলোমিটার এলাকায় প্রায় ১৮ হাজার লোকের বসবাস। মগড় ইউনিয়নে ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। ভোটারসংখ্যা অর্ধেক পুর“ষ ও অর্ধেক নারী। মগড় ইউনিয়নে রয়েছে ৭টি সরকারি প্রাইমারি স্কুল, ৩টি রেজিস্টার্ড প্রাইমারি বিদ্যালয়, ৮টি মাদ্রাসা, ২টি শাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি বালিকা বিদ্যালয়। ঝালকাঠি জেলুার শিক্ষার হার বেশি হলেও নদীভাঙন কবলিত ইউনিয়নটি তুলনামুলক শিক্ষার হার কম বলে জানা যায়। তবে দিন দিন শিক্ষার হার বেড়ে চলেছে। আর্থ-সামাজিকভাবে অন্যান্য এলাকার চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে।

ফিরোজা বেগম ৭৫ বছর বয়সে প্রথম ভোট দিয়েছেন ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনের। ছোটবেলায় বিয়ে হয় এবং নিয়ম অনুযায়ী তার ভোট হয় শ্বশুর বাড়ি এসে। সে থেকে জেনে আসছেন, বাড়ির কোনো মেয়েলোক ভোট দিতে পারেন না। ঘরের পুর“ষদের নিষেধ। তার মানে, ভোট দেওয়ার ই”ছ থাকলেও সমাজের নিয়ম উপেক্ষা করতে পারেননি তিনি। কেন ভোট দিতে পারেননি তা জানতে চাইলে ফিরোজা বেগম বলেন, শুনেছি ভোটকেন্দ্রে এক মহিলাকে নিয়ে কী যে গণ্ডগোল হয়েছে সেই জন্য আমাগো ভোট দিতে স্বামীশ্বশুর কেউ নিয়ে যায়নি। তিনি আরো জানান, ভোট দেওয়ার ই”ছা থাকলে এলাকার সম্মান বাঁচানোর জন্য কখনো ভোট দেওয়ার জন্য কারো কাছে আব্দার করেননি। ২০০১ সালের এমপি নির্বাচন ও ২০০২ সালের চেয়ারম্যান নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন ৭৫ বছর বয়সে। ভোট দেওয়ার জন্য তাকে তাঁর ছেলে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে গেছেন। এখন আর ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে ভয় পান না। জীবনের প্রথম ভোট দিতে গিয়ে

তিনি খুবই আনন্দিত। তিনি বলেন, ভোটকে ঈদ ঈদ মনে হয়েছে।

যুগের পরিবর্তনের সাথে মগড় ইউনিয়নে লোকজনের মন মানসিকতার পরিবর্তন আসছে আগের চেয়ে অনেক বেশি। যার ফলে অনেক বছরের ভয়কে জয় করতে পেরেছে ইউনিয়নবাসী। ‘বুড়া হইয়া গেছি অনেক কিছু দেখছি, পোলাপাইতে আমাগোর কথা আর শুনিতে চায় না, ওরা যুগের লগে মিলে থাকতে চায়। মোরা বুড়া হইয়া গেছি। দেশের পরিবর্তন আইছে। ওগো কথা মতন চলতে হয়। এভাবে বলেছিলেন ৮০ বছরের বৃদ্ধা সুলতান বেপারী। নারীদের ভোট দেওয়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, বুঝি নাই, সব সময় ভয় পাইছি। ভোটকেন্দ্রে পুলিশ থাহে। তয় ভোট দিতে অসুবিধা নাই। নারীদের ভোট দানে উদ্বুদ্ধকরণে বরিশাল সাংবাদিক,গণমাধ্যম বিষয়ক উন্নয়ন সংস্থা ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টার ও ভোসট-এর নারী উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকাণ্ডের কথা মগড় ইউনিয়নের নারীদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভুমিকা রাখবে বলে অনেকে মনে করেন ।

বর্তমান ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক খান জানান, স্বাধীন বাংলাদেশের মগড় ইউনিয়নের তিনি সবার ভোট নিয়ে চেয়ারম্যান হয়েছেন। তবে তিনি মনে করেন এখনো শতভাগ নারী ভোট দি”ছনা। ভোটদানে নারী সংখ্যা এখনো কম।

রিপোর্টটি তৈরী করেছেন : আহসান উল্লাহ, মাঈনুল ইসলাম সবুজ, মর্জিনা বেগম ও রাজু ইসলাম